SEM-IV

POL-H-CC-T-8

শ্রেণি পাঠ বিবরণ ১

নয়া জন পরিচালন (New Public Management)

গত শতকের আশির দশকের পর থেকে জনপ্রশাসনে গতিশীলতা আনার লক্ষ্যে নয়া জন পরিচালন গত দৃষ্টিভঙ্গী সূচিত হল। এই ধারণার উদ্ভব ঘটে গ্রেট বৃটেন এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রশাসন বিশেষজ্ঞ শিক্ষাবিদদের মাধ্যমে যারা ৮০ দশকের মধ্যে জন পরিষেবা বা সরকারি ক্ষেত্রকে বেসরকারী সংস্থার পরিচালন ক্ষেত্র মডেলের প্রায়োগিক ভাবনায় দক্ষ এবং বাজারমুখী করে গড়ে তুলতে চাইলেন।

নয়া জন পরিচালন মতবাদে প্রশাসনিক সংস্কারের ক্ষেত্রে জনগণের পরিষেবাকে গুরুত্ব প্রদান সহ জন সন্তুষ্টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে। এই ব্যবস্থাপনায় বিকেন্দ্রীভূত পরিষেবা প্রদান ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থানীয় সংস্থাগুলিকে দায়িত্বভার অর্পণের কথা বলা হয় যাতে জনগণ সহজেই তাদের প্রয়োজনগুলি সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

প্রচলিত আধিকারী জনপ্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে রাজ্যীয় প্রশাসনের পক্ষে সব দিকে যথাযথ নজর দেওয়া সম্ভব নয়। ফলে সরকারী প্রশাসনের মধ্যে জনপরিষেবাগুলি সর্বত্র সুসংহত ভাবে দেওয়া সম্ভব পর হয়ে উঠছিল না। দেখা দিল প্রশাসনিক শৈথিল্য ও কাজ রূপায়ণে সীমাবদ্ধতা। যে সব প্রশ্নকে কেন্দ্র করে রাজ্যীয় ক্ষেত্রের প্রতি অসন্তোষ দেখা দিল সেগুলি হল: রাজ্যীয় ক্ষেত্রের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় সব দিকে নজর দেওয়া সম্ভব নয়। সরকারী আনুগত্য, আইনের যান্ত্রিক প্রয়োগ, কাজের দীর্ঘসূত্রতার দরুন গড়ে ওঠা সরকারী স্থায়ী প্রশাসকের সংগঠন আমলাতন্ত্রের প্রতি বিরূপ জন প্রতিক্রিয়া জন প্রশাসনে নয়া পরিচালনগত দৃষ্টিভঙ্গীর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটায়।

অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং উন্নয়ন সংস্থা (OECD) - নয়া জনপরিচালনের আটটি উপাদানকে শনাক্ত করেছে। এগুলি হল মানব সম্পদের উন্নয়ন ও কাজ অনুসারে বেতন প্রদান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কর্মীদের অংশগ্রহণ, নিয়ন্ত্রণ শিথিল পূর্বক কাজের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ, গ্রাহকদের যথাযথ পরিষেবা প্রদান, পরিষেবা ব্যবহারের মূল্য আরোপ, যুক্তিভিত্তিক কাজের বরাত, একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ হ্রাস।

আবদুল জামান নাসের

Scanned with CamScanner